গাংনীতে মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল

মেহেরপুরের গাংনীতে বিএনপির মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার দাবি এবং শেখ হাসিনার ফাঁসির আদেশকে স্বাগত জানিয়ে বিএনপির বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার বিকেলে গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপির উদ্যোগে এ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি বিএনপির কার্যালয়ের সামনে থেকে শুরু হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে গিয়ে শেষ হয়।

মিছিলে নেতৃত্ব দেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলফাজ উদ্দীন কালু, উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আউয়াল, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আখেরুজ্জামান, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাওছার আলী, পৌর বিএনপির সভাপতি মকবুল হোসেন মেঘলা ও সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম।

এছাড়া উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির নেত্রী ফরিদা পারভীন, বামন্দী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি রাশিদুল ইসলাম সোহাগ, মটমুড়া ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি হামিদুল হক, পৌর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক সুমন এডাম, ইমন হোসেন, জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক সাজেদুল ইসলাম বিপ্লব, গাংনী উপজেলা ছাত্রদলের সভাপতি রিপন হোসেনসহ উপজেলা ও ইউনিয়ন বিএনপির নেতাকর্মীরা।

উল্লেখ্য, জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনকে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়ন না দেওয়ার পর থেকেই দলের একাংশের নেতাকর্মীরা আন্দোলন শুরু করেছেন। তাকে মনোনয়ন দেওয়ার দাবিতে শান্তিপূর্ণভাবে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে।

ঝিনাইদহ-২ আসনে নির্বাচন নিয়ে

নতুন মেরুকরণ, মাঠে থাকছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী

যতই দিন ঘনিয়ে আসছে ত্রয়োদশ নির্বাচন নিয়ে মানুষের মঝে বাড়ছে নির্বাচনী উত্তাপ। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার আগামী ২০২৬ সালেরঝিনাইদহ ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে জাতীয় সংসদ নির্বাচন হবে বলে সম্ভাব্য সময় ঘোষণা দিয়েছেন। এলক্ষে রাজনৈতিক দলগুলো তাদের প্রস্তুতি নিতে রাতদিন মাঠে কাজ করে যাচ্ছে।

গত ৩নভেম্বর বিএনপির পক্ষ থেকে ২৩৭ জন সম্ভাব্য প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে। সেই তালিকায় ঝিনাইদহ জেলার মাত্র ১টি আসনের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়েছে। বাকী ৩টি অসনের প্রার্থীর নাম চুড়ান্ত না করায় বিএনপির মধ্যে বিষন্নতা দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে ঝিনাইদহ-২ আসনে বিএনপির মধ্যে এই বিষন্নতা বেশি দানা বেধেছে। অনেকে মনে করছেন হাসিনা সরকারের পতনের সময় যুগপথ আন্দোলনের শরিক বাংলাদেশ গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খানকে এই আসনটি ছেড়ে দিতে পারে। আবার বিএনপি তৃনমূল নেতা কর্মীরা মনে করেণ ঝিনাইদহ-২ আসনটি জেলার রাজনীতিতে ব্যাপক গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে, ফলে নমিনেশন যদি অন্য দলকে দেয়া হয় তাহলে জেলার রাজনীতিতে বিএনপির উপরে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।

ঝিনাইদহ সদরের ১৩টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভা এবং হরিণাকুণ্ডু উপজেলার ৮টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভা নিয়ে গঠিত ঝিনাইদহ-২ আসনে বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাশীর সংখ্যা একাধিক থাকলেও কেন্দ্র কাউকে প্রার্থী ঘোষণা করেনি। মনোনয়ন দৌড়ে এ আসন থেকে জেলা বিএনপির সভাপতি এম এ মজিদ প্রচার প্রচারনায় অনেক এগিয়ে রয়েছে, তাছাড়া ড্যাব নেতা সাবেক এমপি মসিউর রহমানে ছেলে ডা: মো: ইব্রাহীম রহমান (বাবু)’র প্রচারণাও লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া এই আসনে আরও মনোনয়ন প্রত্যাশিদের মধ্যে আছেন জেলা বিএনপির সাবেক আহবায়ক ও বর্তমান জেলা কমিটির সদস্য অ্যাডভোকেট এস এম মশিউর রহমান, জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য মীর রবিউল ইসলাম লাভলু। এ ছাড়া গণঅধিকার পরিষদের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান জোটের প্রার্থী হবে বলে জোর আলোচনায় রয়েছে। তাছাড়াও জাতীয় নাগরিক পাটি’র (এনসিপি) তারেক রেজা এ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বলে শোনা যাচ্ছে। অন্য দিকে গুরুত্বপূর্ণ এ আসনে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী দলটির জেলা আমির অধ্যাপক আলী আজম মোহাম্মদ আবু বকর নির্বাচনে শক্ত

আওয়ামী লীগের নানা সমালোচিত কর্মকান্ডের বিরোধীতার কারণে তাকে সবাই একজন ভালো মানুষ হিসেবে জানে। তাছাড়া তার পরিচালিত জাহেদী ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন দাতব্য কর্মকান্ড পরিচালনা করায় সবাই তাকে দানশীল হিসেবে জানেন, আওয়ামী লীগের একজন হিসেবে তিনি কখনো বিবেচনায় ছিলেন না। তিনি হয়তো ওই বিবেচনায় পরিচিত হতেও চাননি। এসব কারণেই আগামী নির্বাচনে মহুল সাহেব নির্বাচনে আসলে জনগণের সাড়া পাবেন বলে বিশ্বাস করেণ।

এবিষয়ে নাসের শাহরিয়ার জাহেদী মহুল বলেন, ভোট গণতান্ত্রিক অধিকার রাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা ছাড়া সবাই নির্বাচনে অংশগ্রহন করতে পারে, জনগণ যাকে বেছে নিবেন তিনিই নির্বাচিত হবেন।

তিনি আরও বলেন আমি অনেক আগেই আওয়ামী লীগ ছেড়েছি। ২০২২সালে যখন আমার ভাই স্বতন্ত্র মেয়র নির্বাচন করে তখন আওয়ামী যুবলীগ এবং ছাত্রলীগের ছেলেরা আমার বাড়িতে হামলা করে ভাংচুর করে এবং প্রচার প্রচারণায় বাধা দেয় তাছাড়া প্রচারণার সময় আমার দুই ভাইসহ আমার ভায়ের কর্মী অনুসারীদের উপরে আক্রমন করে মারাত্মক ভাবে জখম করে, তারপর আমি আওয়ামী লীগের রাজনীতি থেকে নিজেকে ইস্তফা দিয়। পরে ২০২৪ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে বহু হামলা মামলার মধ্যে জনগণের ভালবাসায় ভোটে জয়লাভ করি। নির্বাচনের সুষ্ঠু পরিবেশ এই সরকারের কাম্য তাই আশাকরি নির্বাচন অংশগ্রহন মূলক এবং শান্তিপূর্ণ পরিবেশে হবে।

দর্শনায় ধানের শীষ মার্কায় ভোট চেয়ে প্রচার বোর্ড স্থাপন

দর্শনা পৌরসভায় কেন্দ্রীয় বিএনপির উপ-কোষাধ্যক্ষ ও চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপি সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বাবু আগামী ত্রিদেশীয় সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে বিএনপি মনোনীত এমপি প্রার্থী বিজয় করার লক্ষ্যে ধানের শীষ মার্কায় ভোট চেয়ে বিভিন্ন স্থানে প্রচার বোর্ড স্থাপন করেছেন। গতকাল রোববার দুপুর ১২টায় দর্শনা

পৌরসভার বিভিন্ন এলাকায় এই প্রচার বোর্ড স্থাপন করা হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন দর্শনা পৌরসভার সাবেক মেয়র ও বিএনপি’র সাবেক সভাপতি মোঃ মহিদুল ইসলাম, দর্শনা পৌর বিএনপির সমন্বয় কমিটির সদস্য আলহাজ্ব মোঃ মশিউর রহমান, সমন্বয় কমিটির অন্যান্য সদস্য বিএনপি নেতা মাহবুবুল আলম খোকন, মোঃ মহিদুল ইসলাম, মোঃ রেজাউল ইসলাম, দর্শনা রেলবাজার কমিটির নবনির্বাচিত সভাপতি তোফাজ্জল হোসেন, দর্শনা পৌর বিএনপির ২ নম্বর ওয়ার্ড সভাপতি মোঃ শহিদুল মোল্লা, ৮ নম্বর ওয়ার্ডের সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রশিদ, প্রবীণ বিএনপি নেতা মোঃ ইসমাইল আমিন, আব্দুল হামিদ, আলাউদ্দিন, যুবদল নেতা সোহাগ জামাদার, ছাত্রদল আহ্বায়ক আরাফাত হোসেন, আব্দুল মুকতি, সাইদুর রহমান, ওয়াসিম, ছাত্রদল নেতা আব্দুর রহিম মুন্না, সোভন, পলাশ, ফরাদ, লিজন, আকাশ খান প্রমুখ।

বিএনপি নেতারা জানান, ভোটারদের কাছে প্রার্থী ও ধানের শীষ মার্কার পরিচিতি বাড়ানো এবং নির্বাচনী প্রচারণা জোরদার করাই এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য।

গাংনীতে বিএনপির প্রার্থী আমজাদ হোসেনের গণমিছিল

মেহেরপুর-২ আসনের বিএনপির মনোনীত প্রার্থী আমজাদ হোসেনের ধানের শীষের পক্ষে এক বিরাট গণমিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাঁশবাড়িয়া থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে গাংনী বাজার এলাকায় এসে শেষ হয়।

শনিবার বিকেলে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের গাংনী অংশজুড়ে এ গণমিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

গণমিছিলে নেতৃত্ব দেন বিএনপির দলীয় প্রার্থী, সাবেক এমপি ও জেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আমজাদ হোসেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু, গাংনী উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি মোরাদ আলী, মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাবেক সহসভাপতি মতিয়ার

রহমান মোল্লাহ, জেলা কৃষক দলের সভাপতি মাহবুবুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান, জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান গাড্ডু, গাংনী পৌর বিএনপির সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান বাবলু, গাংনী পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান খোকন, বামন্দী ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি আমিরুল ইসলাম, মটমুড়া ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি সিরাজুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা যুবদলের সাবেক সভাপতি সাজেদুর রহমান বুলবুল, গাংনী পৌর বিএনপির নেতা খাইরুল আলম কালাম, বিএনপি নেতা মামুন, সাবেক ছাত্রনেতা ও তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর আলম, মটমুড়া ইউনিয়ন যুবদলের সভাপতি সোহেল রানা, মহিবুল ইসলাম, গাংনী পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সুলেরি আলভী, সাবেক ছাত্রনেতা নুরুজ্জামান হাকা, জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি নাজমুল হুসাইন, কাথুলি ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান হুসাইন আহমেদ, সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান আসমা তারাসহ স্থানীয় বিএনপির নেতৃবৃন্দ। এছাড়াও জেলা ও উপজেলা বিএনপি, যুবদল, ছাত্রদল ও স্বেচ্ছাসেবক দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা খণ্ড খণ্ড মিছিলকে ঘিরে পুরো এলাকায় সৃষ্টি হয় উৎসবমুখর পরিবেশ। গাংনী উপজেলার বিভিন্ন গ্রাম থেকে দলে দলে মানুষ মিছিলে যোগ দেন। পুরুষ ভোটারের পাশাপাশি নারীদের উপস্থিতিও ছিল চোখে পড়ার মতো। ব্যানার, ফেস্টুন, প্ল্যাকার্ড, মাথার ওপর উড়তে থাকা ধানের শীষের প্রতীক সব মিলিয়ে মহাসড়কজুড়ে তৈরি হয় নির্বাচনী উচ্ছ্বাস।

মিছিল চলাকালে আমজাদ হোসেন সমর্থকদের উদ্দেশ্যে হাত নাড়িয়ে অভিবাদন জানান। নেতাকর্মীদের স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে পুরো এলাকা। নির্বাচনে ধানের শীষের পক্ষে ভোট চেয়ে তিনি গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান। মিছিলে অংশ নেওয়া অনেক নারী ভোটার বলেন, পরিবর্তনের স্বপ্ন নিয়ে তারা ধানের শীষকে সমর্থন করছেন। দিনভর আয়োজনে অংশ নেওয়া কর্মী-সমর্থকদের উপস্থিতিতে গণমিছিলটি পরিণত হয় এক বিশাল শো অফ স্ট্রেংথে।

গাংনীতে বিএনপির মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে এবার মহিলা দলের বিক্ষোভ

মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে এবার বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে উপজেলা ও পৌর মহিলা দলের নেতাকর্মীরা।

আজ শনিবার সকাল ১১টার দিকে গাংনী ফুটবল মাঠ থেকে গাংনী উপজেলা মহিলা দলের সভানেত্রী ফরিদা পারভীনের নেতৃত্বে মিছিলটি বের হয়ে শহর প্রদক্ষিণ শেষে গাংনী বিএনপি অফিসে গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে বক্তব্য দেন মেহেরপুর জেলা মহিলা দলের ভাইস প্রেসিডেন্ট ও সাবেক উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান লাইলা আরজুমান বানু, গাংনী উপজেলা মহিলা দলের সাধারণ সম্পাদক খালেদা ইয়াসমীন, ধানখোলা ইউনিয়ন মহিলা দলের সভানেত্রী শিল্পী খাতুন, বামন্দী ইউনিয়ন মহিলা দলের সভানেত্রী জেসমিন আক্তার ও কাথুলী ইউনিয়ন সভানেত্রী হানুফা খাতুন।

বক্তারা বলেন, মেহেরপুর-২ আসনে যেভাবে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে, তা দলীয় জনমতের পরিপন্থী। আমরা এই মনোনয়ন অবিলম্বে বাতিল করে জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনকে দেওয়ার দাবি জানাচ্ছি। অন্যথায় আরও কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।

বিক্ষোভ সমাবেশে উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন থেকে মহিলা দলের আগত নেত্রী ও কর্মীগণ অংশগ্রহণ করেন।

প্রসঙ্গত, বিএনপির সম্ভাব্য মনোনয়ন ঘোষণার পর থেকে মেহেরপুর-২ আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে আন্দোলন করে আসছেন বিএনপির একাংশের নেতাকর্মীরা। এ আসনে বিএনপি থেকে মনোনয়ন পেয়েছেন সাবেক এমপি ও জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি আমজাদ হোসেন।

মেহেরপুরে পৌর বিএনপির দক্ষিণ শাখা কার্যালয়ের উদ্বোধন

মেহেরপুর পৌর বিএনপির দক্ষিণ শাখার নতুন কার্যালয়ের উদ্বোধন করা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় শহরের ভূমি অফিসপাড়ায় আয়োজিত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কার্যালয়টির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, সাবেক সংসদ সদস্য ও বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মাসুদ অরুণ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, পৌর বিএনপি’র সাবেক সভাপতি ও সাবেক ভিপি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন, পৌর বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি এম. এ. বারি ফারুক।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, সাবেক সহ-সভাপতি এ. কে. এম. খাইরুল বাশার, সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, জেলা বিএনপি’র সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রহিম, জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ, পৌর যুবদলের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের সভাপতি লিজন, পৌর ছাত্রদলের সভাপতি তৌফিক এলাহীসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, নতুন কার্যালয়টি পৌর বিএনপি’র সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড আরও বেগবান করবে। আসন্ন রাজনৈতিক কার্যক্রমকে শক্তিশালী ও গতিশীল করতে সকল নেতাকর্মীকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান তারা।

উদ্বোধন শেষে দোয়া ও মোনাজাতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

চুয়াডাঙ্গায় বিএনপি কার্যালয়ের

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

আরেকবার ধানের শীষে ভোট দিন, এলাকার উন্নয়নে কাজ করব

মেহেরপুর-২ আসনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) মনোনীত প্রার্থী ও সাবেক সংসদ সদস্য আমজাদ হোসেন বলেছেন, “আপনারা আমাকে নিজের সন্তান মনে করে আকালের আমলে ২০০৮ সালের জাতীয় নির্বাচনে এমপি বানিয়েছিলেন।

আওয়ামী লীগের সেই আমলে আমাকে দু’টা গম আর জেলা পরিষদের সামান্য বরাদ্দ ছাড়া কিছুই দেয়নি। তারপরও আমি আমার বরাদ্দকৃত সেই সামান্য অর্থ দিয়ে আপনাদের পাশে দাঁড়িয়েছিলাম। আমি জানি, আপনারা এখনো আমাকে সন্তান হিসেবে ভালোবাসেন। সেই ভালোবাসা দিয়ে এবারও ধানের শীষে ভোট দিয়ে এই আসনটি বেগম খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের হাতে তুলে দেবেন। আমি নির্বাচিত হলে এলাকার উন্নয়নে নিজেকে সেবক হিসেবে আপনাদের পাশে রাখব।”

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে ধানের শীষ প্রতীকে ভোট চেয়ে গণসংযোগকালে জনতার উদ্দেশ্যে তিনি এই আহ্বান জানান।

সেই সময় তিনি গাংনী উপজেলার তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে নেতাকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে গণসংযোগ করেন। এর আগে তেঁতুলবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে এক বিশাল জনসভায় বক্তব্য রাখেন তিনি।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু, সাবেক উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মোরাদ আলী, বামন্দী ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি আমিরুল ইসলাম, মেহেরপুর জেলা কৃষক দলের আহ্বায়ক মাহবুবুর রহমান, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সভাপতি মনিরুজ্জামান গাড্ডু, জেলা কৃষক দলের সদস্য সচিব মিজানুর রহমান, গাংনী উপজেলা যুবদলের সাবেক সভাপতি সাজেদুর রহমান বুলবুল, তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও ছাত্রনেতা জাহাঙ্গীর আলম, কাথুলী ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলাম রবি, গাংনী পৌর বিএনপির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক মুস্তাফিজুর রহমান বাবলু, পৌর জাসাসের সাধারণ সম্পাদক সুরেলী আলভী, বিএনপি নেতা আবু সাদাত মো. সায়ম পল্টু, কাথুলী ইউনিয়নের প্যানেল চেয়ারম্যান হোসাইন, বিএনপি নেতা আবদুস সাত্তার, গাংনী

উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সভাপতি শহিদুল ইসলাম, জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি নাজমুল হোসেন, গাংনী উপজেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি আব্দুল হান্নান, জেলা যুবদলের সদস্য ফারুক হোসেনসহ বিএনপির নারী নেত্রী ও স্থানীয় বিএনপি এবং সহযোগী সংগঠনের নেতা- কর্মীরা।

পথসভা শেষে বিশাল বহরের একটি মিছিল তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে বিএনপির ৩১ দফা কর্মসূচির লিফলেট বিতরণ, ধানের শীষে ভোট প্রার্থনা ও কুশল বিনিময় করেন। এ সময় স্থানীয় বিএনপি নেতাকর্মীদের মাঝে ব্যাপক উচ্ছ্বাস ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। গণসমাবেশ ও মিছিলে বিপুল সংখ্যক নারী কর্মীর উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

সমাবেশে সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন আরও বলেন, “ছাত্র বয়স থেকে আমি শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আদর্শের সৈনিক। ছাত্র জীবন থেকে ছাত্রদলের নেতৃত্ব দিয়েছি, যুবদলের নেতৃত্ব দিয়েছি। দীর্ঘদিন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছি। বিগত স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে মেহেরপুর ও গাংনীর নির্যাতিত-নিপীড়িত নেতাকর্মীদের আপদে-বিপদে পাশে থেকেছি।”

এদিকে বিএনপি প্রার্থী আমজাদ হোসেনের গণসমাবেশে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু।

তিনি অভিযোগ করেন, এলাকার এক ক্যাসিনো ব্যবসায়ীর টাকায় ধানের শীষের প্রার্থীকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করছে গাঁড়াবাড়িয়া গ্রামের সাজ্জাদ হোসেন পলাশ নামের এক অনলাইন জুয়াড়ি। কয়েক মাস আগে ঘোষিত বিএনপির নতুন কমিটি থেকে যোগ্য ও ত্যাগী নেতাদের বাদ দেওয়া হয়েছে। সেই সুযোগে কিছু অনলাইন ক্যাসিনো সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে জাভেদ মাসুদ মিল্টনের অনুসারীরা বিক্ষোভ ও মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে কর্মসূচি চালাচ্ছেন।

তিনি বলেন, “গাঁড়াবাড়িয়া গ্রামের আব্দুল লতিফের ছেলে সাজ্জাদ হোসেন পলাশ ঢাকায় আওয়ামী লীগ, মেহেরপুরে জামায়াতের সমর্থক আর গাঁড়াবাড়িয়ায় বিএনপির পরিচয় দেয় এবং মিল্টন সাহেবের সঙ্গে চলাচল করে। ক্যাসিনো সম্রাটরা মিল্টন সাহেবকে টাকা দিয়ে আমজাদ সাহেবের নামে অপপ্রচার চালাচ্ছে। এসবের দাঁতভাঙা জবাব আমাদের সবাইকে দিতে হবে।”

সাংবাদিকদের উদ্দেশে আসাদুজ্জামান বাবলু বলেন, “আমজাদ সাহেব সৎ ও যোগ্য নেতা, তাকে নিয়ে অপসংবাদিকতা করবেন না।”

গণমিছিল ও পথসভায় তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়নের প্রবীণ বিএনপি নেতাকর্মী, তরুণ ভোটার ও বিপুল সংখ্যক নারী ভোটারের উপস্থিতি ছিল।

বিএনপি সমর্থিত বনাম জামায়াত-বিএনপি মিশ্র প্যানেল; লড়াইয়ে ১৪ প্রার্থী

আজ মেহেরপুর রেড ক্রিসেন্ট ইউনিটের নির্বাচন। মেহেরপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে সকাল ১১ টায় শুরু হবে ভোট গ্রহণ, চলবে বিকাল ৪টা পর্যন্ত।

দুটি প্যানেলে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দীতা করছেন ১৪ জন। তবে দীর্ঘ আওয়ামী শাষণের পর অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে এ নির্বাচন। নির্বাচনে দুটি প্যানেলের একটিতে বিএনপি সমর্থিত প্যানেল, অপরটি বিএনপি-জামায়াত সমর্থিত মিশ্র প্যানেল গঠণ করায় এ নিয়ে চলছে আলোচনা- সমালোচনা।

বিএনপি সমর্থিত প্যানেলে ভাইস চেয়ারম্যান পদে অ্যাড. নজরুল ইসলাম, সেক্রেটারী পদে কাজী মিজান মেনন, সদস্য পদে মো: সামসুর রহমান, দবির হোসেন, নাজমুন নাহার রিনাও খ: মো: ইব্রাহীম আলী (লাল মিয়া) প্রতিদ্বন্দীতা করছেন।

অপর মিশ্র প্যানেলে ভাইস চেয়ারম্যান পদে জামায়াত নেতা আল আমিন ইসলাম বকুল, সেক্রেটারী সদর উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি অ্যাড. মারুফ আহমেদ বিজন, নির্বাহী সদস্য পদে জামায়াত নেতা নুর রহমান, বিএনপি নেতা একেএম আনোয়ারুল হক কালু, মাজাহারুল ইসলাম, মো: নজরুল ইসলাম ও সোহেল রানা।

এ প্যানেলে চারজন জামায়াত সমর্থিত এবং তিনজন বিএনপি সমর্থিত

আ.লীগের লকডাউন প্রতিরোধে মেহেরপুরে জেলা বিএনপির বিক্ষোভ মিছিল

আওয়ামী লীগের ঘোষিত ১৩ নভেম্বরের লকডাউন কর্মসূচির বিরুদ্ধে এবং মেহেরপুর-১ আসনের মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল করেছে মেহেরপুর জেলা বিএনপি।

গতকাল বুধবার রাত ৮টার দিকে জেলা বিএনপির উদ্যোগে এ বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. কামরুল হাসানের নেতৃত্বে বিএনপির কার্যালয় থেকে একটি বিশাল বিক্ষোভ মিছিল বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে একই স্থানে এসে শেষ হয়।

মিছিলে জেলা বিএনপির নেতাকর্মীরা “স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন জিন্দাবাদ” এবং “মেহেরপুর-১ আসনের মনোনয়ন বাতিল করো” ইত্যাদি স্লোগান দেন।

মিছিলে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সাবেক সদস্য ইলিয়াস হোসেন, আলমগীর খান ছাতু, আবু সালেহ নাসিম, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারুক লিটন, রোমানা আহমেদ, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফায়েজ মোহাম্মদ, সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম, পৌর বিএনপির সভাপতি আব্দুল লতিফ বিশ্বাস, সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনা প্রমুখ।

এছাড়াও এসময় জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আজমুল হোসেন মিন্টু, জেলা জাসাসের সদস্য সচিব বাকা বিল্লাহ, জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি মোশারফ হোসেন তপু, জেলা শহীদ সংসদ জিয়া মঞ্চের সভাপতি আলিফ আরাফাত খান, বিএনপি নেতা নাহিদ আহমেদ এবং জেলা যুবদলের

সদস্য মেহেদী হাসান রোলেক্সসহ বিএনপির বিভিন্ন অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের শতাধিক নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।